অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯

ভারত সরকার ২০০৯ সালে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার আইন তৈরী করেন। এই আইন অনুসারে সকল শিশুদের তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনে ৬ থেকে ১৪ বছরের সকল বালক-বালিকারা সমান অধিকার পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ :

প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেখা। ৬-১৪ বছর বয়সের সকল বালক-বালিকাদের তাদের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে এই সুযোগ পাবার অধিকার রয়েছে এবং তা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির পর থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস করা পর্যন্ত কোন ফিস্ বা খরচ দরকার হয় না।

এই আইনে সুবিধা কোন কোন শিশুরা পেতে পারে :

* এই আইনের সুবিধা ৬-১৪ বছরের সকল বালক-বালিকারা পাবে।
* যদি ৬ বছরের অধিক বয়সের কোন শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি অথবা লেখা পড়া শেখেনি এমন শিশুদের তাদের বয়সের অনুপাতে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি করানো হবে। তাকে এখানেই আগের ক্লাসের পাঠ শেখানো হবে।
* যদি ৬ বছরের অধিক কোন শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে তাকে ভর্তি করানো হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তার বয়স ১৪ বছরের বেশী হলে সে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার অধিকার পাবে।

জায়গা পরিবর্তনের ফলে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তির সুবিধা :

যদি কোন কারণ বশত: শিশু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়, তাহলে ঐ শিশুর নতুন জায়গায় নিকটবর্তী সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। ভর্তির ক্ষেত্রে জরুরি কাগজপত্র না থাকলেও শিশু ভর্তির সুযোগ পাবে।

শিক্ষার অধিকার আইন চালু করার জন্য সরকারের কি কর্তব্য :

* অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অধিকার আইন চালু করার আগে স্কুলের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য।
* প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের জন্য ১ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
* ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের জন্য ৩ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
* বিদ্যালয়ে গরীব অথবা বঞ্চিত শ্রেণীর বাচ্চাদের প্রতি কোন রকমের ভেদাভেদ বা দুর্ব্যবহার হওয়া উচিত নয়।

স্থানীয় সরকারের কর্তব্য :

* ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের সকল শিশুদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দান।
* নিকটবর্তী অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করা। দরকার হলে বিকলাঙ্গ বাচ্চাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা।
* দুর্বল শ্রেণীর বাচ্চাদের সাথে পক্ষপাত না হয়, সে দিকে নজর রাখা।
* এলাকায় ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের তালিকা প্রকাশ এবং তাদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা।
* শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর পাশাপাশি তাদের প্রতিদিনের উপস্থিতি এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ না হওয়া অব্দি তাদের উপর নজর রাখা হবে।
* বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষণ সামগ্রীর যথাযথ ব্যবস্থা করা।
* শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
* বাইরে থেকে আসা পরিবারের শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করা।
* শিশুদের সুরক্ষা এবং বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ ক্ষতিয়ে দেখা ও সেগুলির সমাধান করা।
* শিশুদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং দুর্বল শ্রেণীর শিশুদের সমান অধিকার প্রদান করা।

মাতা-পিতা এবং স্থানীয়দের কর্তব্য :

প্রত্যেক মাতা-পিতা এবং স্থানীয়দের কর্তব্য হল তারা তাদের শিশুদের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে অবশ্যই ভর্তি করাবেন।

স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটি :

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য একটা সমিতি বানানো হয়েছে যা বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বা স্কুল ম্যানেজম্যাণ্ট কমিটি নামে পরিচিত। এই কমিটিতে কম পক্ষে তিন চতুর্থাংশ সদস্য মাতা-পিতা বা স্থানীয় অভিভাবক থাকবেন। এই কমিটিতে কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা সদস্য থাকবেন।

স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটির দায়িত্ব :

* বিদ্যালয়ের কাজ কর্ম ঠিকমত চলছে কি না, তা দেখাশুনা করা।
* বিদ্যালয়ের উন্নয়নে পরিকল্পনা তৈরী করা।
* বিদ্যালয়ের ফাণ্ড / তহবিলের টাকা সঠিক কাজে সঠিক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা দেখা।
* বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প :

বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য স্কুল ম্যানেজম্যান্ট কমিটি প্রকল্প তৈরী করবেন। এই প্রকল্প তৈরীতে বিদ্যালয়ের সার্বিক দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কারণ এই প্রকল্পের উপর ভিত্তি করেই সরকারী অনুদান পাওয়া যাবে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। কমিটি সময়-সময় সরকারকে হিসাব দেবেন। বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা এবং কোন অভিযোগ থাকলে তাও জানাবেন।

* যদি কোন বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোন টাকা বা খরচ নেওয়া হয় তাহলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। ভর্তির সময় শিশু বা মাতাপিতার (অভিভাবক) কোন পরীক্ষা নেওয়া হবে না। যদি তা করা হয় সেক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
* কোন বাচ্চার কাছে তার বয়সের প্রমাণপত্র না থাকলেও বিদ্যালয় তাকে ভর্তির ব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবে না।
* কোন বাচ্চা বিদ্যালয়ে ভর্তির মরসুম শেষ হওয়ার পর যদি ভর্তি হতে চায় তবে তাকে এ ব্যাপারে অস্বীকার করা যাবে না।
* শিশুকে খারাপ ফলের জন্য কোন শ্রেণীতে রাখা হবে না (অর্থাৎ ফেল করানো হবে না)। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া যাবে না।
* কোন শিশুকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে প্রতারিত করা যাবে না।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থা :

তিন থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্ব প্রস্তুতি বা শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের।

শিশুদের পড়াশুনা এবং তার মূল্যায়ন :

* শিশুদের পড়াশুনার উপর ভাল করে নজর রাখতে হবে যাতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে।
* শিশুরা তাদের নিজ নিজ মাতৃ ভাষায় পড়াশুনা করবে।
* শিশুদের চিন্তাশক্তির বিকাশ হতে হবে।
* শিশুদের শিক্ষার মূল্যায়ন সাথে-সাথেই হবে।
* অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের কোন বোর্ড দ্বারা পরীক্ষা নেওয়া হবে না।
* প্রত্যেক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা (১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) শেষ করার পর তাদের একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

অভিযোগ থাকলে কাকে / কোথায় জানাতে হবে :

* 'রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন' ই শিক্ষার অধিকার সম্পর্কীয় কোন অভিযোগ থাকলে তা ক্ষতিয়ে দেখেন।
* কোন ব্যক্তি কোন শিশুর অধিকার সম্বন্ধে কোন ধরণের অভিযোগ থাকলে স্থানীয় অফিসারকে জানাতে পারেন।
* দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার খুব তাড়াতাড়ি এর ব্যবস্থা করবেন।
* যদি ঐ ব্যক্তি স্থানীয় অফিসারের রায়ে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি 'রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন' এর কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
website :: www.srcguwahati.in

সাক্ষর ভারত

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা - ৩

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯

নাগরিকের মৌলিক অধিকার :

আমাদের সংবিধান আমাদের কিছু মৌলিক অধিকার দিয়েছে। এই অধিকার প্রয়োগ করে ব্যক্তি নিজে, নিজের পরিবার এবং সমাজের উন্নতি লাভের জন্য সহযোগিতা করতে পারেন। আমাদের মৌলিক অধিকার গুলি নিম্নরূপ:

সাম্যের অধিকার :

কোন নাগরিককে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা এবং রাজ্যের ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ করা চলবে না।

স্বাধীনতার অধিকার :

* এই অধিকারে সবাইকে স্বাধীনভাবে কথা বলার, ভাষণ দেবার, নিজেদের মত বিনিময়ের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।
* সকল নাগরিক দেশের যে কোন অংশে স্বাধীন ভাবে আসা যাওয়া করতে পারবে।
* দেশের যে কোন অংশে বসবাস করার স্বাধীনতা থাকবে।
* স্বাধীনভাবে পয়সা রোজগার এবং খরচ করার অধিকার থাকবে।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার :

* চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সী কোন বাচ্চাকে কোন কারখানায়, খনি বা কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগানো যাবে না।
* কোন মানুষকে কেনাবেচা অর্থাৎ ক্রীতদাসে পরিণত করা যাবে না।
* কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করানো যাবে না।
* বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে বেগার খাটানো যাবে না।
* শোষণকে ঘোর অপরাধ মান্য করা হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

* প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম মানা বা পালন করার স্বাধীনতা আছে।
* কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কোন বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য না করা।

সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার :

ভারতবাসী হিসাবে প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভের অর্থাৎ পড়া এবং লেখার সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার অধিকার :

* এই অধিকারে বলা হয়েছে, সরকার অথবা কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে না। যদি এমন কিছু ঘটে তাহলে আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন। কোর্ট উক্ত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে।
* আইন ভঙ্গ না করা পর্যন্ত কোন নাগরিক নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত হবেন না।
* কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটিত করলে তার বিরুদ্ধে একের বেশি মোকদ্দমা চালানো যাবে না।

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ

বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

website :: www.srcguwahati.in

সাক্ষর ভারত

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা - ১